'এবং মহুয়া'-বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী আয়োগ(UGC-CARE list-I 2021)
অনুমোদিত তালিকার অন্তর্ভুক্ত।
২০২১সালে প্রকাশিত ১৬পৃ.তালিকার(৩১৯টির মধ্যে) ৩ পৃ.৬০নং উল্লেখিত।

এবং মহুয়া

(বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী মাসিক পত্রিকা)

২৩তম বর্ষ, ১৩৭ সংখ্যা
আগষ্ট,২০২১

সম্পাদক
ড. মদনমোহন বেরা

সহসম্পাদক
পায়েল দাস বেরা
মৌমিতা দত্ত বেরা

যোগাযোগ :
ড. মদনমোহন বেরা, সম্পাদক।
গোলকুঁয়াচক, পোষ্ট-মেদিনীপুর,৭২১১০১,জেলা-প.মেদিনীপুর, প.বঙ্গ।
মো.-৯১৫৩১৭৭৬৫৩

কে.কে. প্রকাশন
গোলকুঁয়াচক, মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে নারী শিক্ষা ও উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা : একটি পর্যালোচনা

ড. মিলন কান্তি দাস

ঔপনিবেশিক ভারতে উনিশ শতকে সমাজ সংস্কারের একটি অংশ হিসাবে স্ত্রী শিক্ষার সূচনা হয় যা ভবিষ্যতে 'বন্দিনী বামা' কুলের শৃঙ্খল মোচনের প্রধান হাতিয়ার হয়ে ওঠে। এ সময় স্ত্রী শিক্ষার ভাবনাকে বাস্তবায়িত করতে ভারতীয় ও বিদেশী ব্যক্তিবর্গের পাশাপাশি বেশ কিছু কল্যাণকর সংস্থাও এগিয়ে আসে। হুগলী জেলার উত্তরপাড়ার হিতকরী সভা এদের মধ্যে অন্যতম।

১৮৬৩ খ্রিষ্টাব্দের ৫ই এপ্রিল প্রতিষ্ঠিত হিতকরী সভা আক্ষরিক অর্থেই সমাজের নানা হিতকর কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।'সভা' র প্রথম বছরের বিবরণীতে (১৮৬৩-৬৪) এর হিতকর উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা আছে, "The great object of the Shova is to educate the poor, to help the needy, to cloth the naked, to give medicines to the sick, to support poor widows and orphans, to promote the cause of temperance as a branch of the Bengal Temperance Society, and to ameliorate the social, moral and intellectual conditions of the members themselves and of their fellow inhabitants of Ootterparrah and its vicinity."[১] উল্লেখ্য যে, ১৮৭০-৭১ সালের অষ্টম বর্ষের বার্ষিক রিপোর্টে এই সভার উদ্দেশ্য কিছুটা সঙ্কুচিত হলেও একটি নতুন কর্মসূচি যুক্ত হয়– "...to encourage female education..।"[২] প্রয়োজনীয় অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে সংযোজিত এই নতুন কর্মসূচি অচিরেই উত্তরপাড়া তথা বাংলাদেশের স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে।

হিতকরী সভার নানাবিধ কার্যাবলীর মধ্যে সবাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল— স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে তার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ। তবে এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে তৎকালীন হুগলী তথা উত্তরপাড়ার শিক্ষা ব্যবস্থা আলোচনার পাশাপাশি সে সময়ের নারীদের শিক্ষা ব্যবস্থার কথাও আলোচনার প্রয়োজন।

উত্তরপাড়ার এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব জয়কৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়ের আবেদন ও আর্থিক সহায়তায় ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ১৬ ই মে উত্তরপাড়া ইংরাজি স্কুলের প্রতিষ্ঠা হয়। প্রায় ঐ একই সময়ে (১৮৪৫) স্ত্রী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে তিনি উত্তরপাড়ায়